তারিখ: 21 OCT 2017 ... কলাম ...

সংবাদ

ঢাবি ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি

মূলহোতা ছাত্রলীগ নেতাসহ আটক ১৫

অভিযুক্ত রানাকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ সেশনের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ক্ষমতাসীন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক মহিউদ্দিন রানাসহ ১৫ জনকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে দুইজনকে প্রশ্ন ফাঁসের 'মাস্টারমাইন্ড' বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ছাত্রলীগ : নেতাসহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৩ জনকে আটক করা হয়। বাকি দুজনকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে শুক্রবার রাত ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হল এবং শহীদুল্লাহ হল থেকে আটক করা হয়। সিআইডির সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের আটক করে।

প্রশ্ন ফাঁসের 'মাস্টারমাইন্ড' দুইজন হলেন– ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ২০১১-২০১২ সেশনের শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়নের ২০১৪-২০১৫ সেশনের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মামুন। এদের মধ্যে রানাকে শহীদুল্লাহ হলে তার নিজ কক্ষ থেকে ডিভাইসসহ আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে প্রশ্ন ফাঁসের বিভিন্ন অডিও-ভিডিও ক্লিপস জব্দ করা হয়েছে। বর্তমানে এগুলো সিআইডির হেফাজতে রয়েছে বলে জানা গেছে। আর আবদুল্লাহ মামুনকে অমর একুশে হল থেকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে, যা দিয়ে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

আটককৃত অন্যরা হলেন– নূর মোহাম্মদ মাহবুব, মো. ফারহাদুল আলম, ইশরাক হোসেন রাফী, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুকিন, রিশাদ কবীর, মো. আছাদুজ্জামান মিনারুল, ইসতিয়াক আহমেদ, জয় কুমার সাহা, রেজুয়ারা শেখ শোভা, মাশুকা নাসরীন, মো. তরিকুল ইসলাম, নাসিরুল হক নাহিদ ও মো. মিরাজ আহমেদ। তাদের কাছেও বাইরে যোগাযোগ করার বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস পাওয়া গেছে।

অভিযুক্ত রানাকে শৃঙ্খলা ভঙের দায়ে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল ছাত্রলীগের এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এএম আমজাদ সংবাদকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষা ঘিরে জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে শুক্রবার রাতে শহীদুল্লাহ হল ও অমর একুশে হল থেকে দুই শিক্ষার্থী এবং সকালে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১৩ জনকে আটক করা হয়। আমরা সবসময় জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছি। আজ যারা এ চেষ্টা করেছেন, তাদের আটক করা হয়েছে। আর গতকাল রাতে ডিভাইসসহ যাদের ধরা হয়েছে, মূলত তারাই এ জালিয়াতির মাস্টারমাইন্ড।

তিনি জানান, মাস্টারকার্ডের মতো দেখতে পাতলা ওই ডিভাইসের ভেতরে মোবাইল সিম থাকে। আর পরীক্ষার হলে ব্যবহারের জন্য থাকে অতি ক্ষুদ্র লিসেনিং কিট। এই ডিভাইসের মাধ্যমে বাইরে থেকে হলের ভেতরে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে উত্তর বলে দেয়া যায়। জালিয়াতিতে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে জানতে চাইলে প্রক্টর বলেন, আমরা অতীতে আজীবন বহিষ্কারের মতো ব্যবস্থা নিয়েছি। এবারও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পরে আটক ১৫ জনের মধ্যে ১২ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিনাশ্রমে এক মাসের কারাদণ্ড দেন। আর মাস্টারমাইন্ড সন্দেহে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রানা ও ফলিত রসায়নের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মামুনসহ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ইশরাক হোসেন রাফীকে সিআইডির মাধ্যমে নিয়মিত মামলা দেয়া হয়।

এর আগে গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বাইরে ৮৬টি কেন্দ্রে এক ঘণ্টার এই এমসিকিউ পরীক্ষা হয়, যাতে এক হাজার ৬১০টি আসনের বিপরীতে পরীক্ষার্থী ছিলেন ৯৮ হাজার ৫৪ জন।

'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা উত্তীর্ণদের মধ্যে ১ হাজার ১৪৭ জন বিজ্ঞানে বিভাগে, ৪১০ জন ব্যবসায় শিক্ষা এবং ৫৩ জন মানবিক বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।